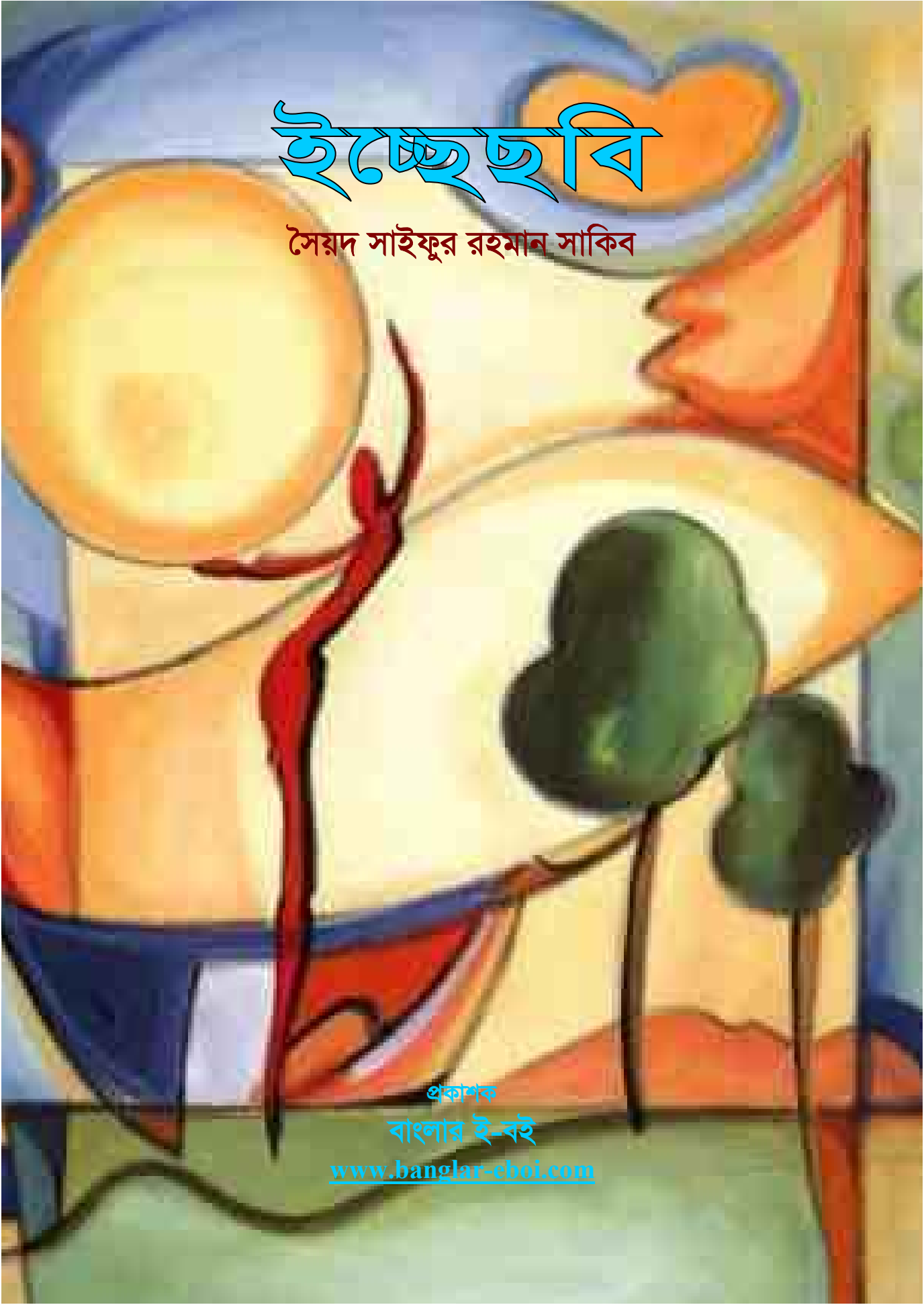

ইচ্ছেছবি
সৈয়দ সাইফুর রহমান সাকিব
প্রকাশক
বাংলার ই-বই
www.banglar-eboi.com

ইচ্ছেছবি

সৈয়দ সাইফুর রহমান সাকিব



উৎসর্গ

ভাষা শহীদ, শহীদ মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযোদ্ধা ভাইবোন, স্বাধীনতার প্রজন্ম চত্বর, প্রজন্ম চত্বর ঘিরে দীপ্ত মানুষ আর যারা দেশকে প্রকৃত ভালবাসে।

ইচ্ছেছবি
কবিতার ই-বুক

গ্রন্থস্বত্ব
সৈয়দ সাইফুর রহমান সাকিব

ই-বুক প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারী, ২০১৩
ফাল্গুন, ১৪১৯

প্রচ্ছদ
আজম মাহমুদ

ই-বুক নির্মাণ ও
সার্বিক যোগাযোগ
সৈয়দ রায়হান বিন ওয়ালী
ই-মেইলঃ rayhan_66@hotmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৮১৭৬১৭৭৬৪
ও
আজম মাহমুদ
ই-মেইলঃ ajombd@gmail.com
মুঠোফোনঃ ০১৭১৫৫৫১৮১৬

বাংলার ই-বই
ঢাকা, বাংলাদেশ
www.banglar-eboi.com

সূচীপত্র

জীবাত্মার মেঘস্নান	৬
তুমিও তো দাস বিশ্বজিৎ!	৭
বিজয়	৮
অপারগ	১০
কাগজের ফুল	১১
নেশা	১২
সফল খুনের গল্প	১৩
পথের দাবী	১৪
অনুসন্ধানীর ছবি	১৫
প্রতারক আর প্রতারনা	১৬
নিরুপায়	১৭
দাম্পত্যে চাঁদপ্রেম (কথপোকথন)	১৮
তোকে একটা সাহস দেই	২০
রত্ন	২১
সুড়ঙ্গের শেষে	২৩
জাদুকর	২৪
আমিও বলি দে	২৫
আরো কিছুক্ষণ	২৬
স্বার্থপর	২৭
সময় আসবে	২৮
আন ড্রাম্যাটিকো ফিনালে	২৯
চিরব্যাধি	৩০
কোটীশ্বরী	৩১
আর এসো না	৩২
আর পারবে না	৩৩
আয়! মৃত্যুর মহড়া দেই	৩৪
সিঙারা	৩৫
গ্রহণকাল	৩৬
জড়তা ঘুমিয়ে গেছে	৩৭
রিফুকর	৩৮
স্বীকারোক্তি	৩৯
যাবো না	৪০
বসবাস	৪১
জল নিল স্বরচিত শুণ্য	৪২
একটি মুখবন্ধ চিঠি	৪৪

জীবাত্মার মেঘস্নান

অঙ্গভঙ্গি অবিচলিত। ছলনাহীন
সরল অভাব।
কিছু পারঙ্গমহীন খরচ। হাসিটা
চেপে রেখো কিন্তু!

অবিনশ্বর আত্মাকে দেখে দেখে
উলঙ্গ ভাবটা উঁকি দেয়।
কতবার বারণ করেছি। বের হয়ে
আসিস নে!
সেকারনেই পায়ের তলায় ক্ষমতা
পিষ্ট হয়। তার কিছু তুলে
অচল ক্রিয়াকলাপে সাদা
মন অসহায়
তাই চোখদুটো কাঁপে।
ভালবাসি যে! এ
কথা বোধগম্যবোধই আসল।

সেটা তুমি বুঝে গেছো
তাই হয়ত একটু আড়ালে শার্টের
খোলা বোতাম লাগিয়ে দাও
আরো একবার অপ্রস্তুত
খেয়াল করিনি খোলা ছিল!

ততক্ষণে ছায়ারা আরও
ঘনিষ্ট হয়েছে। জীবাত্মার মেঘস্নান।
নকল খোলসে অকৃতপরশ
সময়কে সাক্ষী রাখে।
আগুন সাজানো চতুর কৌশলী
মেঘ খুঁজে মরে।

তুমিও তো দাস বিশ্বজিৎ

বিবর্ণ হলেও আমি সংস্কার চাইছি।
শ্রান্তি বিনোদনের মতন
সাময়িক অঙ্গীকার।
দিতে পারবে কেউ? বিস্ময় ঘোরে
প্রশ্নটার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়।

এভাবেই মৃত্যু নিশ্চিত কোরো না
যেন কেউ খুলে নেয় কন্ঠনালী।
থুতুর নির্যাসে রক্ত উঠে
এলে তাকে কি করে সেলাই
করবে জান কি?

থমথমে ভাব চলবে! চালিয়ে যাও।
ভয় উৎপাদক প্রচারণা।
পথচারী! পথচারী!
তুমিওতো দাস বিশ্বজিৎ!
কেন দাড়ালে এখানে
দস্তখতহীনভাবে আপাততঃ পরিচয়ে।
দাড়িয়ে মনের বধ্যভুমিতে ভুলটা
দেখে নিলে
লো- কাট হায়ার কাট আজ
শরীরেই কত ডেলিভারী।

রক্তের ভেতর সেলাই মেশিন ঘোরে
মৃত্যুর পরেও কি ঘুরবে আস্ত এই দেশ?

বিজয়

দেহের মাটিতে সনাতনী
চাষ। যাপিত সময়ে দ্বিধাতো ছিল না।
তবে কেন এখন মনন
ঘোলাজলে ঘুরপাক খায়? এখনও
তারুণ্যে অধর্ম নেই।
হাতে তুলে নিতে পারে পুরোনো বকুল।
চিন্তার ডানায়
সময়ের তপ্ততাপ ভুলিয়ে মানবতায়
তোলে আলোড়ন।

এসব নিছক চিন্তা। ভয়, কাম, লোভ
ছুড়ে দেয় চক্রবাণ।
তার আঁচে ভাষা নিপাট চোখের মুক্তি
দেখে না। বিবেক
কামিজে আবৃত থেকে
আমোদের নির্মমতা বোঝে শুধু।

জানা কথা অনেক বলেছি।
এবার শোন বণিক যজ্ঞে জনারণ্যে
শোভিত বাগান
সাজানোটাই আসল।
কেন বোঝোনা যুগের চাহিদা। গতির
স্পর্শে চুমু খাব একহাতে
আর অন্যহাতে তুলে নেবো সেঁটে থাকা
শতবর্ষী পুরোনো অভাব।

তুমি জানতো বীর বাঙ্গালি!
তবে কেন পুরোনো দরজা খুলে খোঁজ
অজানা ঠিকানা।
মরণের পেয়ালেতে পান

কর ভাইয়ের রক্ত?
আর টোপ হয়োনা এবার ছিপ ধর।
মনে রেখো
আমরা আসলে জানি
কি করে গড়তে হয় সুষম পৃথিবী।

অপারগ

সেই ধ্রুব তুমি!
হঠাৎ মাঝরাতের বৃষ্টি
গুনগুন ভ্রু কম্পনে দ্যুতি পুষে রাখা
মাটির ফসল।
তোল পুনঃ পুনঃ স্বীকারোক্তি-
তুমি আমাকে পেতে চাইছো।
আগুন পোহানো দহনে শীতের যত
ইতিকথা
ডুমুর বৈভব দেখেনি। সুদীর্ঘ
ছায়াদৈর্ঘ্যে স্বার্থকথা-
আমি তোমাকে বাসি না আর ভাল।

দ্বিতীয় পাঠের
শীতল জোনাক হয়ে আছি।
বৈধতা প্রাসাদে
সূর্যগীত গেয়ে বলি সম্ভোগ সোনালী
ঈগলের ডানা। কচি ডোরাকাটা
অধরে বিশুদ্ধ রূপকথা।
আসলে বৃষ্টিটাই খেয়ালী! স্বপ্নকে
নিষেকের সবুজে অভিবাদন
জানিয়ে উতলা করে তুলেছে। পুড়িয়ে
দিচ্ছে শরীরের রোম।

নদী ও নারীকে ফেরায়নি কেউ।
বলতে খারাপ লাগে
তবু বলি-
বৃষ্টিতে তুমি কাতর রতির প্রেমে
আর আমি বশীভূত মৃত্যুঘুমে।

কাগজের ফুল

চিত্রনাট্য থেকে
ঘুরে দাড়িয়েছে সংলাপ। চোয়ালে
শুণ্য নির্জনতা। অবিশ্বাসে সমুদ্দুর।
কোথায় জমাবে পাড়ি?
ফ্লাশলাইটজুড়ে আগুনজল,
চকচকে ঢেউ, দ্বীপহীন গোধুলী। দর্শক
আরো চাচ্ছে সূর্যমুখী!
এবার মঞ্চ সংগমে গতি তোল
দুহাতের বাজুতে ছড়িয়ে দাও রেশমি মাতন।

খেলা একটাই পেছনের
সাজঘরে বসে বসে মেকাপের দাবাখেলা
বোধের আপস।
এরপর কালো পর্দা ফুড়ে
শিশিরের ব্যকরণ সকালের রোদ।

চিন্তা কোরো না দেখিয়ে দেবে ঠিক!
তাই পেঁচিয়ে ধরেছে
আজব বেনিয়াঢোড়া, জাদুকরী ছায়া ভ্রুণ-
আকাশ ভরা স্বপ্নফানুস।

তুমি জানো এঁটেলমাটি সে পাকা অভিনেত্রী!
রং ঢালা সুতীব্র আলো।
যেভাবে চাইছো পাবে। সন্ধ্যের পরই
তার হাতে গুঁজে দেয়া হবে কাগজের ফুল।

নেশা

একটা ভুলের জন্য তোমাকেই আড়ি
দেবে অন্তবুড়ি।
যুক্তিকে কুড়িয়ে দুটো পাতে ভাগ করে
বলবে, দেখেছো সত্য
এ মতবাদ! রাত্রির মগজে গড়িয়ে
গেলে সন্ধ্যা, প্রেত
বিরহে স্বশব্দে ভাঙ্গে দরজা। এভাবে
কি ঘুরবে মাতাল পতিত
আবরণে। স্কন্ধহাঁড়ে বইবে করুণা বন্ধ্যা?

এটা ছিল নমুনা মাত্র। দহন সাধে
রাখা ঘুম ডাকাতের
ঘোড়া নিয়ে যাবে মুকলিত সূত্রপাতে।
পথ হবে পতঙ্গ বিলাষী
যতই মাড়াবে খেয়ে নেবে জীবনের পর্ব। তুমি
হবে উন্মাষিক তুমি হবে জাগতিক।

মুর্খরূপ অন্ধকার আর অজ্ঞতায়
মায়াঘোর। তুমিতো তাঁদের দলে নও!
সুযোগ আরেকবার আসবে নিশ্চিত।
নারী ত্রিগুনময়ী প্রকৃতি।
এখানে নেশাটা মন্দ নয়। যেভাবেই
খোয়া যাক
ঠিক সেভাবেই ফিরে আসে
বিদগ্ন হলেও খই ভেজে মুখ ঢাকে।

সফল খুনের গল্প

অতঃপর জানা সেঁচে বরফ জমেছে।
শীতটা অবশ হলে
দুপুরের রোমে রজ:স্বলা নারী
ঘুম খায় চোখের জলে। মলিন করে
বহিরঙ্গ
মোহাচ্ছন্ন হয়েছে লেপের
আঁধার। এই যে রূপ বিন্যাস তারই
ক্রমে শুয়ে আছে নিমগ্ন ডুবুরী
নিশ্বাসে পানকৌড়ির ডাক।

বিড়ালের মতো
কটা চোখে ছদ্মবেশী তাপ।
তুমি জেনে গেছো
তোমাতেই জীবনের উল্লাস। লাশটা
পড়ে আছে।
শিকারিকে খুন করে কোথাও কি
লুকোবে না? কানামাছির হস্তরেখায়
করবে না মুখোশের আবদার!

পথের দাবী

ওদের অভ্যাসে
পিছুটান নেই একটিও স্বেদবিন্দুর হিসেব
নেই। অবস্থাদৃষ্টে
ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলছে সবসময়। কেমন ভঙ্গিমা
করে কথা বলে
যেন ব্যর্থতাকে উদারতা দেখানোটাই অভ্যাস।
আমি জিজ্ঞেস করি এই যে নাঙ্গা সত্তার
শুদ্ধ পালকেরা
বিবস্ত্র হয়েছো লজ্জা করছে না?

ওরা হেসে কুটি কুটি হয়
বলে, আরে পোড়া আবরণে স্খলিত মানুষ
তোদেরতো ছায়ারূপে তৃপ্তি।
সব না হয় বাদই
দিলাম, পথের জন্য নগ্ন পায়ে খুঁজেছিস
আনন্দ কখনো?

ইশারায় ডেকেছিল
সব বলে দেবে বলে। ঠিক তখনই
পেশার জোঁকেরা
শুষে নিয়ে দিল বসিয়ে স্টপওয়াচে।
আমি ঘুরতে ঘুরতে
জুতোর ভেতর পোষা কেউটের ফস
করে ওঠা শুনি।

অনুসন্ধানীর ছবি

শিকারের বন্দুক কাঁধেই ভাল আর
আত্মপক্ষ সমর্থনে হৃদকম্প।
আসলে নিঁখুত ও খাঁটির জৈবিক স্বভাবে
বাস্তবতার প্রতিফলনে
শ্রীহীন দর্শন।

প্রশ্নশীল সত্তা আছে বলেই তোমরা
আধুনিক। সকালের শুদ্ধে
তোমার টাইয়ে রাতের উষ্ণতা
বেঁধে নেমে পড়
বৃদ্ধ দানব। গুহাগলির
ধূর্ততার বিকিকিনি শেষে
পয়মন্ত বৈরাগ্যের
প্রশান্তি ফিরিয়ে আনো। স্ত্রী চর্চায় ক্লান্তি
শেলফের উপন্যাসে মাথা
কুটে ততক্ষণে।

সুবিধাবঞ্চিত অন্ধকার ঘুটঘুট
সর্বদাই তুমি বহুরূপী।
সাধনার কখনো বুকে কখনো পিঠে
ডিপ্রেশন নামে ছুরিটা বসিয়ে দিয়ে
অনুসন্ধানীর ছবিটা টাঙাও।

প্রতারক আর প্রতারনা

উলে বোনা সোয়েটারে হাতা
থাকবে না। বুননেও দিও
কিছু ঘৃনা-অবিমিশ্র প্রণয় যাতনা।
চিন্তায় কিছুটা
আকাঁবাকা রেখা টেনো-
কিছু মনগড়া ছবি। খুঁজে পাই
যেন ফেরারি হবার পথ।

বাহ! বুনেছো! বেশতো!
কেমন দেখাচ্ছে আমাকে? দেখতো!
আমি জানি মানিয়েছে বেশ
প্রতারক আর প্রতারনা।

নিরুপায়

অতঃপর তর্কে
সমাধান কি? মিলল কিছু?
এক অভ্যন্তরে বসে সমীক্ষা চর্চাকে
প্রাণ দেই দুজনেই।

বলি তুমি ছবি আঁক ক্যানভাসে
আমি কবিতায়।
তুমি মেনে চল স্পষ্টবাদ আমি প্রকৃতিকে
দেখি জানালায়।

আনমনে রং ছুয়েছে গালে
ঠোটের কামড়ে তুলি কোথাও খুঁজছে
প্রত্যয়। বলবো
বলেই তাকাই। তোমার চোখের
রসায়নে দৃঢ়তা। এখানে আমি নিরুপায়।

দাম্পত্যে চাঁদপ্রেম (কথপোকথন)

কোল আঁচলে সংসার গুজে
দোষ- গুণ সম্যক বিচারে
যথোপযুক্ত বিচারকারী।
বল দেখি
সূত্রপাতে সূত্রধার আতশ কাচের
পরিক্রমে ধরতে পারে কি
রৌদ্র ঘড়ি?

স্মরণিকা খুলে দেখ।

আলোকচিত্রের স্তম্ভ সলিল। সূর্যেন্দু -সঙ্গম। কোথাও
নেই সূর্যস্নান।

সেখানেতো একদেহ একপ্রাণ।
ব্রহ্মনিষ্ঠে দৃশ্যমান
খুব কাছে গিয়ে দেখ আত্মতুষ্টে স্পন্দ -মান।

উপবাসে ব্রহ্মচারী
হরি নামে আন্তরিক।

উপহাস কোরো না তারও
সাথী আছে।

স্পন্দনে চাঁদের বয়ে গেছে
সঙ্গি হতে!

সাহিত্যসেবার প্রগাঢ় পণ্ডিত
রাত্রির আরম্ভে
অস্তগামী সূর্যে সপ্রতিভ
চাঁদের শিল্পকর্মাদি।

তবে আমার উঠোনে দীপ্তিময়
রাত কই?
জ্যোৎস্নাহীনে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের ভাণ্ডার
সূর্যতাপে শুকিয়ে মরছে
ক্রমাগত বোঝাপড়া।

নিলজ্জ বিষয়ীভূত!
সময়হীন কামাগ্নী! দেখতে পাচ্ছ না
চুলোয় পুড়ছে রাতের মরণ।

তোকে একটা সাহস দেই

তোকে একটা সাহস দেই
সুদূরপ্রসারি আকর্ষণ তৈরী হবে ক্ষুদ্র
কক্ষের। পক্ষিশাবক থেকে
দুরেই থাকবি
জানালার কপাট লাগাবি।
সহচরে জন্ম নেবে অপেক্ষা। মিলনস্থানে ঢেলে
সাজিয়ে রাখবি তীর্থস্থান।
মিনতিতে শস্য ফলাবি। ভুলেই যাবি জন্মস্থান।

তোকে একটা সাহস দেই
বন্ধকে বন্ধন ভাববি। তাসবিলিতে
হাত নাড়াবি। বাসন
কোসনে চেতন হারাবি। কোন- ঠাসাতে
বৃষ্টি ঝরাবি।
অন্তহীনে ক্ষুদ্র জীব বেঁচে হবি বলবতী।

তোকে একটা সাহস দেই
অধিকারে অনুগত হবি। বিচ্ছেদে অমোচনীয় কালী
দুরে গেলে করতে থাকবি হাঁসফাঁস।

তোকে একটা সাহস দেই
পাগলি। অনুনাদীর
প্রতিলিপি হয়ে অনাহুত রবি চিরকাল।

রত্ন

পথগুলো যেভাবেই থাকুক তুমিও
জানো রত্নভান্ডারের খোঁজ করে চলি
তোমারই জন্য।

একটা নতুন খবর এসেছে
অভ্যাসভাগের ব্যবহারজীর্ণ শুচিতা অনিদ্রা থেকে
পৃথক করতে হবে।
ভ্রমৎপাদক সাধনা শেষে
হাত বাড়িয়ে জ্যোতিশ্চক্রের রাশিসমূহের কাছে
ভিক্ষার ভঙ্গিতে
দাড়ালেই তুমি অর্জন করবে
অমূল্য রতন।
একবার নয় একাধিক প্রতারণা দীক্ষা।

পাবার পর থেকেই তুমি রত্নচর্চা
করতে। প্রতিটি রত্নকে একত্র করে
স্পর্শ করে বলতে গোপন
বাসনা। জানিনা পাহাড়ী লোকটা
কি মন্ত্র জানিয়েছিল। বারণ করেছি
বেশ কয়েকবার। শোননি।
জপে জপে যেদিন আলোর ছটা এলো
তুমি বললে ফিরবে।
এখন তোমাকে দেখি বরফ চুড়োয়
আমি জানালায়।
আমরা ফিরবো সে প্রত্যাশাতেই থাকি
কিন্তু ফেরাতো হয় না।

ঘুম থেকে হটাৎ জেগে উঠি!
বড়ইগুচ্ছের মত

স্বপ্নগুলো পেকে আছে। পাশে তুমি নেই।
এতটা তাড়না! ডেকে ডেকে
উঠোনে তোমাকে দেখি কাপড় নাড়ছো।
নৈমিত্তিক চাদরের মত
উষ্ণ চোখে মিষ্টি শাষন। এইতো আমি!

দুজনেই হাসি ধরে রাখি।
রত্নগুলো বিসর্জন
দেবার পর আয়েশ করে পিঠা খেতে পারি।

সুড়ঙ্গের শেষে

শুনেছি, রূপ জৌলুস তীব্র
হলে পাখি ডানা খোঁজে। সেই ডানাগুলো
কই যেখানে বিস্তর
অনুভূতি খেলা করে। দেখি না এখন
আর। কত সহজ হয়েছে
সেচ্ছাগ্রহণ। বিরামহীন চাওয়া পাওয়া।
এসকল মাংসল আশ্বাদে
দাড়িয়ে পড়লে থৈ থৈ বিষ। জ্যোৎস্না ঋণী
হয়। ভুল ঘরে
ঢুকে পড়ে চাপা দেয়া হীন।

কাব্যিক সময়ে ফুটেজগুলো অস্থির।
নির্বপিত করার
তাগিদে চন্দ্রভূক বৃষ্টির পর নিঃশ্বাস ফেলার
জন্য একটাই কাঁধ চাই।
চাতুরিহীন আবেগে চেপে ধরবে শরীর
চাপা কান্না উঠে এলে হাসি দিয়ে ফলাবে জমিন।

জাদুকর

সুখদাহ শব্দটাকে তুমি
ভালবাসতে। অমর হতে নাকি এর
কোন জুড়ি নেই।
অশান্ত করবে। মরাই শস্যের মত
গুদামজাত হৃদয়ে অপূর্ণতা ঠেলে বের করে
দেবে। কোন চিন্তা
থাকবে না।
অন্তরঙ্গতায় দক্ষতা পলিশ
করবে সময়। ঘাসের চাপড়া তোলা
ষাড়ের লড়াই দেখে দেখে
সাইকেলে চেপে ফিরতাম আর ভেবে ভেবে
আকুল হতাম
তুমি যেভাবে ঘোড়ার পিঠে দুলে দুলে
ভ্রু নাচিয়ে তারুণ্যে জাগাও স্পন্দ
ততক্ষণে আমার ভগ্নাবশেষে ক্ষুধার্ত পাখিটা
লক্ষ্যহীনে স্তব্ধ।
তুমি বোঝ অস্থিরতা
সকল নিরবতায় বাহারি টুপির
জাদু থেকে
তুলে আন পুরুষের প্রেম।

এই সিড়ি কোথায় মিলেছে বলতো! দেখতে
পাচ্ছি না। দৃষ্টি বাড়ালে খানিক পরে
ধরে আসে চোখ।
অবাক হলাম। তোমার হাসিতে বিস্ময় লোপাট
হাতের তালুতে খেলা করে এক দিব্যলোক।

আমিও বলি দে

আজকাল কাশিটাও বেড়েছে। পেটের
পীড়ার উপর
অম্ল প্রাদুর্ভাব, সংসারের
টানাপোড়েন। রাগের মাথায় বলি- উচ্ছন্নে যা।
চাহিদার স্রাবে আমি ক্লান্ত
একটু বিশ্রাম দে। নির্ঝর প্রতিধ্বনি
ছুয়ে নক্ষত্রের রাতে আমায় থাকতে দে।

পারিপার্শ্বিক সীমানা হলে
চেলা কাঠ জ্বলবেই।
ওদের মুখের দিকে তাকানো যায় না।
হেসে বলি
অবকাশ তুইও আমায় নিষ্ক্রান্ত দে।

আরো কিছুক্ষণ

মুখচোরা স্বভাবের ছিলি। একটুতে লজ্জা পেলে তোকে ক্ষ্যাপাতাম। ক্ষেপে যেতাম আমিও কাছের আমিকে ফেলে তোর কাছে কেউ এলে। মনে আছে? জলের ভেতর অনুদার ছায়া তোর ঠোটে হাসি। অনুদা এখন রুনুদির স্বামী। তোর সাথে অরুপ দা। সময়টা ছিল আষাঢ় মাসের তিন তারিখ। টাইফয়েড জ্বরে তোর সাথে ছাড়াছাড়ি। পত্রিকায় মাঝে মাঝে পড়ি অরুপ রতন স্যানালের হাতযশে মানুষ পেয়েছে বেঁচে থাকবার গতি। অপুটার কোন খবর পাইনি আর। সেই যে পুড়িয়েছিল হাত বিনুশ্রীর জন্য। চাকরিটা খোয়া গেছে। শুনেছি মাতাল হয়ে পড়েছিল পৌরভবনের নর্দমায়। নারে বিয়ে থা করিনি। এরচেয়ে আয় অন্য কথা বলি। কত আর একা থাকবি। এবার সংসার কর। ঘরে আলো না থাকলে সম্পর্ক কি কাছে রয়! বোকার মতন বললাম তাইনারে! আরতির কথা বলছিস। অনেক বড় হয়ে গেছে। শাড়ী পড়ে কলেজে যায়। অনেকে পিছু নেয়। তোদের অনেক জানাশোনা। ভাল একটা পাত্র দেখিস। বলতে খারাপ লাগে অণিমার মৃত্যুটাই ছিল আকস্মিক। ঝুল বারান্দার ফুলগুলো মাঝে মাঝে দেখি। এত যত্ন করতো! ভালবাসতো খুব। হ্যারে আমাকেও। কষ্ট দিয়েছি অনেক। সেবার জলঝড়ের দিনে পুকুরের জলে টুপটাপ বৃষ্টি পড়তে দেখে বলেছিল এসো ভিজি। একটিবার অন্তত বাঁচি। সত্যি যদি বাঁচতো! উঠবি? হ্যা! জেনেছি আগেই, মহিলা পর্ষদের সেক্রেটারী হয়েছিস। সময়টা বড্ড কম। কবে না কবে আসবি। ইচ্ছে হয় তোকে বলি থাক না হয় আমার কাছে আরো কিছুক্ষণ!

স্বার্থপর

ফুল এনেছো? হ্যা
এবার মালাটা গাঁথো। দেখো ঐ যে
হ্যা ঐ ফুলগুলো
সরাও। কেননা মানুষটা শুচিবায়ুগ্রস্থ।
তবুও মহান।
একখানা গোছা রেখো
সুঘ্রাণময়। সুন্দর! সুন্দর হয়েছে
তোড়াগুলো।
ফর্সা মেয়েদুটোকে সামনে রাখো
আরে একটু আধটু অভ্যাস কার না
থাকে। আস্ত খাসি
সাথে ভাল ব্রান্ড না হলে কি চলে!
সব ঠিক আছে। গুড ইনডিড!

একেবারেই টসকে গেল!
কথা দিয়েছিল লবিং দুটো করে দেবে।
ছেলেটার চাকরী, জামাইয়ের
ব্যবসার লাইসেন্স।

সময় আসবে

জনশ্রুতি হুলস্থুল করে আসে। কত
কুয়াশা ছড়িয়ে বাঁচে!
“ছেলেগুলোকে কি দোষ দেবো!
মেয়েটারই চলন ভাল
ছিলনা। উত্তর পাড়ার ঐ
ছেলেটা তারপরও কতবার বিয়ে
করতে চাইলো সেকি ঠমক। পিরিতি
বুঝলে পিরিতি!”

আশ্বস্থসূত্রে জানতে
পারলাম আত্মপক্ষ সমর্থন করে
আলোক- স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছিল। আমার
জন্য তুলে রেখেছিলো
যেসব গোপন ব্যাকুলতা।

বিষকাঁটালির বন কোন শতকের
তৃষ্ণা মেটালি? তুইও জেনে
রাখ ঠিক প্রতিশোধ নেবো
তার কন্ঠহাড়ে তোর কলঙ্কের মাটি।

আন ড্রাম্মাটিকো ফিনালে

প্যাকোরিনো চিজে বেসামাল চিরকুট
কখনো হাতের ভাঁজে
কখনো বা তেলের পরশে।
টিস্যু হবে নাতো শেষে? ঠান্ডা বলোনিজ
পাস্তা ঢলে পড়লে কথাটা
রাখি কোর্টের বাম পকেটে
লেখাটাই ছিল ছোট তবু
পুড়ে যাচ্ছে এ মুহুর্তে বুকের উত্তাপে।

পিয়াচ্ছা ডুওমোতে
ঝরে গেলে বৃষ্টি মার্থাকে
বলি চলে যাব
মিলান ছেড়ে। পারলে ভুলে যেও।

হায়! রমনী হয়ত আজই যোগাড়
করেছিল।
তড়িঘরি রোদচশমা খুঁজতে গিয়ে
ব্যাগ থেকে ফেলে দিল রঙ্গিন তাঁতের শাড়ী।

চিরব্যাধি

দানের কথাই যখন বললে স্বীকার করতে
অসুবিধা নাই।
স্তূপে স্তূপে মাংসময় এই শাপভ্রষ্ট
সম্পূর্নভাবে সংবদ্ধ। সত্য! সত্য! সত্য!
পূর্নজাত সত্তায় আশ্বস্থ।
নিশ্চই তুমিও অপ্রবেশ্য অমরত্ব
লাভ করতে পারনি। বলবো শুধুই
পুনরাধিষ্ঠিত।
বরঞ্চ আমিই শ্রেষ্ঠ। তোমার চাইতে
কম পাতি হাত
দানে ঝুকে করিনা উচ্ছাস।

কোটীশ্বরী

পরিমিত অবগুন্ঠনে তোমার
একখন্ড চিত্র।
বুঝবে কে মূলত তুমিই
প্রবল। গন্ধম খাইয়ে যখন
এনেছিলে ধরায়। তোমার ক্ষুধাশিল্পে
পরাক্রম হয়ে রামধনুকের ফিতা
খুলে দিয়ে দেখেছি এখনো
জ্বলে চিতা।
ভ্রমর মরেছে পুড়ে পুড়ে
তাতে। শেষঅব্দি মরবে। আসলে
নিরর্থক।
যতই করি না কেন পুষ্ট
কামনা হুংকার।
তোমার তৃষ্ণায় প্রশমনও জানেনা
কি করে ধরতে হয় নৃত্য।

আর এসো না

বাগিচা এখন ফুলে ফুলে
ভরে আছে।
কিছুদিন আগেও আমরা
বিশ্বাস খুঁজেছি।
ফুল ফুটবেতো? এবার বলতে পারি
কালো মেঘ তুমি
অন্যপথ দেখো, তোমাদের সীমানায়
কবর খুড়ে বাঁচো
আর এসো না স্বাধীনতার প্রজন্ম চত্বরে!

আর পারবে না

বিদ্রোহের দৃষ্টিজুড়ে
পুড়ছে অনিয়ম। শপথ পূর্বক
পরিত্যাগ করা রক্তচক্ষু
আঁধার নিরেটে সংঘবদ্ধ হবে
স্বাভাবিক।

হ্যা অপ্রত্যাশিত বিপদ আসতে পারে
ওদের মতন করে শুষে
নিতে পারে চিত্তাকর্ষক স্বপ্নের পথ।

ভয় নেই
আমরাতো পার করেছি কত না মৃত
শীত, চোখ ধাধানো সে
ভ্রান্ত ঋণ। শোষনে বীভৎস গর্ভপাত
হয়েছে অসংখ্য বসন্তের দিন।

আমাদের কোন আফসোস নেই
পিছুটান নেই
ভেবেই নিয়েছি হারিয়েছি সব।
তোমাদের শেষ চেষ্টা
হবে মৃত্যু সেটা জানি। দেখো,
মৌলিক স্বরূপে
যেভাবেই তোল না বাঁচার
দূর্গ, সয়ে সয়ে
তৈরী করেছি প্রগতি। এবার আকুতি
করলেও খুঁজে পাবে না বাঁচার পথ।

আয়! মৃত্যুর মহড়া দেই

আয়! মৃত্যুর মহড়া দেই।
অনিন্দ্য আগুন
অভ্যন্তরে। অশ্রুসিক্ত চোখ
মুছে ফেলে
আলো করি অমর আঁধারে।

আয়! মৃত্যুর মহড়া দেই।
কারারুদ্ধ
জলন্ত স্ফুলিঙ্গে। উলঙ্গ উত্তাপে
পাথর বানাই কোমল শরীর।

আয়! মৃত্যুর মহড়া দেই।
ধ্যানে খুঁজি
মরুর জমিন। অসুরে হলকা
মাতাই প্রানের তপ্তশ্বাসে।

আয়! মৃত্যুর মহড়া দেই।
গজদন্ত ভেঙ্গে
শয্যাপাতি ক্ষুদিতজনের
শাশ্বত শ্লোগানে।

সিঙারা

সদ্য আনা মাংসে নোলা জেগে
ওঠে। কতদিন
খাইনি। কটা সিঙারা ভেজে
দেবে? আব্দারে ঘোমটা টানা হাসি। দেবো!

ছেলের বউটা বড়ঘরের। আসবে
মাঝে মাঝে আসে।
কত কি রাঁধতে হবে! রাখ
এসব, চালটা দিয়ে আয়
ভাঙিয়ে আনুক, পিঠা বানাতে হবে না!

ঝামটায় পুড়ছে সিঙারা
আহারে বেচারা!

গ্রহণকাল

তুখোড় হবার যুদ্ধে তড়িঘড়ি পিছু ছোট। ঘন শ্বাসে তোয়ালের ফাঁকে কণা চুল শার্ট ভিজিয়ে দিলে শংকায় জিভ কাটো। ভয়ে কত কিছু ভুল কর। তবুও নির্ভরতার ভারে পরাধীন হয়েছে বোতাম। খুলে পড়ে না। এই যে ফ্ল্যাটবদ্ধ বাস্তবতা সয়ে নিতে খানিকটা সময় লাগবে।

এটি সংক্ষিপ্ত সূচনা মাত্র। পরমান্ধ জীবিকার বুকে কোষ্টকাঠিন্য সামাল দিতে গিয়ে আমি যখন আস্তিন গুটে রাখি। তোমার ভেতর ছিন্নপত্র আমাকে করেছে অভিযুক্ত। আমি নাকি দুর্বোধ্য। প্রসব করি নিরাশা। এভাবে দুঃখগুলো দৈর্ঘমানে দল বেঁধে ছুটোছুটি করে দেয়ালের আনাচে কানাচে। ওদের আদর করে কাছে ডেকে বলি- আমিতো দুর্ভাগা ভালবাসায় অকৃতকার্য হয়েছি অবিশ্রান্ত প্রয়োজনে অনাহুত গ্রহজীবনে ঘুরছি।

সয়ে গেলে তুমি মগ্ন হবে পাশবিক নিরাকারে। এও প্রাপ্তি- অধিকার। বৃত্তমূল্যে অসামান্য দাবীদার।

জড়তা ঘুমিয়ে গেছে

হাত ইশারায়
ডেকে যাও রিকশা। ভাড়াটা
শুনে চমকে উঠলে আরো একটির
পিছু নাও। আগে
মোটরবাইক থামতো ইদানিং দেখা
নাই। ছেদ পড়েছে কোথাও।

রিকশাটা এক পথেই চলবে।
বললাম, এসো!
চোখ নামিয়ে জং ধরা বাঁকে
বোঝাপড়া কর।
ম্যাজিকে যুক্তিবদ্ধতা আনন্দ রাখে না
উঠে এসো, কিছু
বাস্তবতা না দেখাই ভাল।

আজকাল সকালেই পরিশ্রান্ত থাকো।
তিলধারনের
চেষ্টায় কৌতুক অহেতুক
হানা দিলে
খানাখন্দে অবাধ্য যানটি
উলটে যাবার উপক্রম। ঝাকি খায়
দানা বাঁধা ভুল। প্রতিবন্ধ্যা অবরোধ।

আলগা মলাটে দেখি জড়তা ঘুমিয়ে
গেছে। বলি,
আমাকে এবার শক্ত করে ধর।

রিফুকর

রিফু করি। রিফুকর নাম
দিতে পার। জীবন মেলাতে
আশ্বাস খাটাই। ঈশ্বরের ছায়া থেকে
সুতো তুলে দলবদ্ধ করি
বুনন। তবুও আঘাত। শান্তনাটুকু
হিসেব কষে তুমি বল
ঠিক আছে।
আমি জানি ফের যখন চড়াবে
বার বার চোখ যাবে।
লুকোবে কষ্টের অন্তর্ভাজ।

রটনার ভয়ে সিটিয়ে থাকবে
সম্মিলিত ক্ষত।
তবু বলি মাথা নিচু
কোরো না আমরা পাতাল থেকেই আসি।
নীচে নেমে যাবার ভয়টা
রেখো না। ঈশ্বর জানে
আমরাই তার
শিকড়। কেবল শিকলের চাপে
ভাঙ্গাচোরা গলি।

স্বীকারোক্তি

আমি ভ্রান্ত কিনা প্রশ্ন আসে।
তাকে বলি- কর্তৃত্ব ফরমায়েশি করি
অসময়কে নির্ভীক
হতে শেখাই। হানিকারক পথ মাড়াই না।
দেহযন্ত্রগত ঢিলেভাব হলে
আমলে নেই না।
পরের মাসে বাজেট ঘাটতির দুর্ভেদ্য
ভাবনায় অপরিমেয় সঞ্চয় তুলে
রাখি। জীবিত হবার
অতিমন্দ এই ব্যবস্থা নিশ্চয়
পুর্ণাঙ্গ জীবন।

ভোগবাদ ভোগবাদ
আমাকে পশুর চেয়ে কিঞ্চিত উপড়ে
ধরে আছে।
ইশ্বর প্রদত্ত একনিষ্ঠ মানব সম্মান।

যাবো না

যাবো না বলেছি।
যদি যাই ঠ্যাং ভাঙ্গতে পার।
মাথা মুড়িয়ে রাবিশ
বলে গালাগাল
দিও। যাবো না বলেছি
তোমাকে। নিষ্প্রাণ
হোক তুড়ি মারা সুখ
আড়মোড়ভাঙ্গা রাঙা ঘুড়ি
সুরময় শোভিত বাগান।

মনে রেখো নির্বাক অরণ্য
আখেরে জানে না অবরুদ্ধ দ্বার।
তবু বল যেতে নেই
অনিন্দ্য আগুন শিহরণে।
অসুবিধা নেই
এখন থেকে দেখতে পাবে
মিটিমিটি হাসি ধরে থাকা
ঝুকে পড়া লাশ।

বসবাস

আমি হাসতে পারিনা আজকাল। ভার
ভাবছে অনেকে
নতুনরা অপরিমিত। মাত্রাতিরিক্ত
মানসিক শ্রমে
লালসা উত্তপ্ত করে রেখেছি আসলে।
যদি চড়া সুদেও পেয়ে যাই
অমুল্য রতন
অপরিহার্য সূচকে তুলে দেবো
অলৌকিক প্রজনন।

তারই রহস্যময় বাষ্পে
অন্ধত্ব মুদ্রণ করে দেখি একঘেয়ে।
অথচ তোমার চোখ
ব্যপ্তিশীল। একান্তে অটল সীমাহীন।

সাদা- সিদে চিত্তাকর্ষক। দেখেছিলাম।
আমাকে বাঁচাতে
অবসন্ন তুমি লোলুপ দৃষ্টি খুলে
ভালবাসা পড়িয়েছো যতবার।

জল নিল স্বরচিত শুন্য

মীরার শরীরে
বেনামী চিঠির মত জ্বর।
ক্ষণগুলো এঁটো করে পড়ে
থাকতে দেখিনি কখনো। তাইতো
ব্যাকুল কাঁপনে গুটিসুটি
মেরে আছে ইচ্ছে প্রস্রবণ।

এই শেষবার বুঝি
বসতি বুকেতে মাথা রাখতে চাইলে।
যদি মতি হয়
আমি বলি রাখ। ঘোলাটে চোখের তপ্ত
জলে ভেসে যাক
নিরুদ্দেশ প্রবণতা। একঘেয়ে
পুরোনো উদাসী বাতুলতা।

আরেকটু শক্ত করে ধরো।
আমি চেপে ধরি উন্মাষিকতা। অবাধ্য
ছোরা। কেঁটে ফালা ফালা
করুক। তবুও তুমি ফেরি করো
জন্মের অসুখ।
হাকডাকে মুখরিত হোক
রক্তের প্রেরণা।
তরঙ্গ যেখানে সামবেদগায়ক।
চেতনা সঞ্চারে
তীরে জমে থাক আদ্র ঘ্রাণ।

যখন আরও গভীরে নিয়েছি
বেসামাল চুল।
মুখ ঘসতে ঘসতে মীরার কবর
খোড়া শেষ।

জলের গভীরে ভেজা শার্ট।
মীরা তুমি যাবে না। এভাবে
যেতে নেই। যেওনা!

তুমি হতভাগ্য।
কাঁকড়ের আঁচড়ে লিখেছি
যে নাম। তারই করাঘাতে আর্তনাদ
এসে গেছে।

এক ঝটকায় সরে গিয়ে
উনুনের ধোঁয়া হলে।
পাচিলের ছায়া গলে বৃষ্টিতে
ভিজে গেলে
জল নিল স্বরচিত শুন্য
বন্ধনমুক্তির পথভ্রষ্ট উড়িধান।

একটি মুখবন্ধ চিঠি

উদ্যমতার মাস্তুলে তল্লাশী করছি সম্ভাবনা। তথাস্তু তথাস্তু করে তাড়া দিল দিকপাল। শিকল, নোঙ্গর তার হাতে। মাংসপেশীর তারকাময় মানচিত্রে পাশার পোয়া দেখাচ্ছে বার বার।

আমরা জেনেছি গুপ্তধনের অশুভ কিছু ছায়া আছে। দেহের বিকৃতি নিয়ে তান্ত্রিক পরিব্রাজক সমুদ্র-তরঙ্গে থেতলানো তেতুল বীজ ছড়িয়ে ধ্যানের পরিক্রমা করে গেল। আসলে আমরা দেখিনি কিছুই আমাদের বিলাপ আর সাধনা ছাড়া। স্পর্ধা আর ঝুঁকি নিয়ে দূরবীনে জল, দক্ষ আধিপত্য বিস্তার করেছে।

অনিশ্চিত এবং দ্বিধাগ্রস্তে পূনরাবৃত্ত যখন কাঁপে, আমরা সমর্পনের কথা চিন্তা করি। বশে আনা যাবে না বলেই দ্বিস্বরে ছলনা শুরু হলে, দলভূক্ত কৌশলে বিচক্ষণতা মেরে ফেলি। আপাতদৃষ্টির স্থিতিতে তাসের গোলাম, তুমি দেখলে না! আরেকটু গেলেই স্বপ্নের সহজলভ্য বাস্তবায়ন ছিল। একসাথে বসে সান্ধ্যভোজ।